প্রথম আলো

তারিখ 12 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

সকল পর্যায়ে শিশুশ্রমের অবসান হোক

আজ ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ দিবসটি পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'উৎপাদন থেকে পণ্য ভোগ শিশুশ্রম বন্ধ হোক'।

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসন-বিষয়ক আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও এ দেশের বহু শিশু বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে সাড়ে ৩৪ লাখ শিশু কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ শিশু রয়েছে, যাদের কাজ শিশুশ্রমের আওতায় পড়েছে। তার মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত আর ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত।

মূলত দরিদ্র পরিবারের শিশুরা শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের কারণে তারা বিভিন্ন কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের দেশের দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে যখন তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করার কথা, তখন তারা অর্থ রোজগারের জন্য কাজ করছে। কেউ কেউ আবার জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে, এমন কাজ করছে। কাজ করতে গিয়ে অনেক শিশু নিয়োগকর্তাদের মারধরের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা প্রায় ক্ষেত্রেই নির্যাতনের শিকার হয়। আইএলও কনভেনশনের অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের চেষ্টা থাকা উচিত সব ক্ষেত্রে শিশুশ্রম অবসানের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।

কিছুদিন আগে এক গোলটেবিল বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক বলেছেন, ২০২১ সালের মধ্যে দেশ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম অবসানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবে রূপ পাক, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। তবে এ জন্য সরকারের পাশাপাশি শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।